বিশ্বকাপ ছোঁয়া মেসির ছবি দিয়ে শুভেচ্ছা বন্ধু নেইমারের

৩৬ বছরের অপেক্ষা শেষ করে বিশ্বকাপের মুকুট মাথায় তুলেছে আর্জেন্টিনা। উৎসবের আবহে এখন রঙিন আলবিসেলেস্তারা। মুদ্রার ঠিক উল্টোপিঠে ব্রাজিলের হতাশা বেড়ে বিশ্বকাপের সঙ্গে দূরত্ব এখন ২০ বছরে এসে পৌঁছেছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীরা যে আসরে শিরোপা জিতে উল্লাসে মাতোয়ারা, সে আসরেই কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ ব্রাজিল।

আর্জেন্টিনাকে যেমন পথ দেখিয়ে শিরোপার ঠিকানা পাইয়ে দিয়েছেন মেসি, অন্যদিকে প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্রাজিলকে নিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি নেইমার। নিজে ছিটকে গেছেন, রয়েছে হতাশা। তবে বন্ধুর বিশ্বজয়ের আনন্দ যেন ঠিকই ছুঁয়ে গেলো সেলেসাও প্রাণভোমরা নেইমারকে।

মেসি-নেইমারের বন্ধুত্বের শুরু সেইও বার্সেলোনায় থাকার সময় থেকেই, জাতীয় দলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেও দুই মহাতারকার বন্ধুত্ব যেন অন্যদের যেন উদাহরণ। এবার সেই বন্ধুর বিশ্বকাপ জয়ের ছবি টুইট করেই বন্ধুর প্রতি ভালোবাসাটাও জানিয়ে দিলেন নেইমার।

বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই মেসি বন্দনায় মেতেছে সারা বিশ্ব। মেসির বিশ্বকাপ ছুঁয়ে দেখার ফ্রেমবন্দি ছবি টুইট করে সেই বন্দনায় সামিল হয়েছেন নেইমারও। সেই টুইটে মেসির প্রতি শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন নেইমার। বলেছেন, তোমার হাতে এই ট্রফিটা উঠুক… সেটি বন্ধু হয়ে আমিও চেয়েছিলাম।

আর্জেন্টিনার অপেক্ষার শেষ

নাকি ফ্রান্সের ইতিহাস?

৩৬ বছরের অপেক্ষা আরাধ্য এক শিরোপার জন্য। অবশেষে কি ফুরোতে চলেছে সেই অপেক্ষা? আট বছর আগে খুব কাছে গিয়েও ফিরতে হয়েছে আক্ষেপ সঙ্গী করেই, আজ আবারও বিশ্বকাপের শিরোপা লড়াইয়ে আরেকটি ফাইনালে মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা। ব্রাজিলের মাটিতে স্বপ্নভঙ্গের বেদনার কারণ ছিলো জার্মানি, আজ প্রতিপক্ষ আরও এক ইউরোপীয়ান দেশ ফ্রান্স।

ফ্রান্সের সামনেও টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি, রাশিয়ার পর কাতারের মাটিতে এসেও বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে গেছে লেস ব্লুজরা। টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের পথে ফ্রান্সের বাধা এখন শুধু আর্জেন্টিনা। তবে ৩৬ বছরের শিরোপার আক্ষেপ ঘোচাতে ফাইনালের মঞ্চে ফরাসিদেরও ছেড়ে কথা বলবে না লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা।

লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে আজ রাতে বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স আর দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপের পর এক আসর বাদে আলবিসেলেস্তারা আবারও উঠেছে বিশ্বকাপের শিরোপা লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় মঞ্চে। আট বছরে আগের আক্ষেপ মেটাতে এবার প্রাণপণ চেষ্টা চালাবে মেসি বাহিনীও।

৩৬ বছরের আক্ষেপ মিটিয়ে বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম দাবিদার হয়েই কাতারের মাটিতে পা রেখেছিলো লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। তবে প্রথম ম্যাচেই সৌদি আরবের কাছে অপ্রত্যাশিত হারে শিরোপা স্বপ্নে বড় এক ধাক্কা খায় আলবিসেলেস্তারা। সেই এক ধাক্কাতেই যেন ভোজবাজির মতো পাল্টে গেলো আর্জেন্টিনা। ওই এক হারের পরই বাকী সবগুলো ম্যাচে দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠে গেছে আর্জেন্টাইনরা। গ্রুপ পর্বের পরের দুই ম্যাচ থেকে নক-আউট হয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল বা সেমিফাইনাল, আর্জেন্টিনা ছিলো অপ্রতিরোধ্য।

ঠিক যেন স্বপ্নের মতো এক বিশ্বকাপ পার করেই ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা, আর তার মূল কারিগর অধিনায়ক লিওনেল মেসি। প্রতিটি ম্যাচে মেসির দুর্দান্ত পারফরম্যান্সই যেন গড়ে দিচ্ছে ম্যাচের ফল। ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ, মেসি খেলছেনও যেন জানপ্রাণ দিয়েই।

ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে এসেও যেন সেই চিরতরুণ মেসিকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে আর্জেন্টাইন মহাতারকার মাঠের পারফরম্যান্স।

এদিকে, বিশ্বকাপের আগ থেকেই বিশ্বকাপ জয়ের জন্য অন্যতম ফেভারিট ধরা হচ্ছিলো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে। গ্রুপ পর্বে টানা দুই ম্যাচ জিতে নক-আউট নিশ্চিতও করে ফেভারিটের মতোই। তবে গ্রুপের শেষ ম্যাচে দলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে তিউনিসিয়ার কাছে হেরে বসে দিদিয়ের দ্যেশমের শিষ্যরা।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে হারলেও নক-আউট থেকে সেমিফাইনালে আবারও দেখা পাওয়া যায় অপ্রতিরোধ্য ফ্রান্সের। নিজেদের কাছে বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখতে প্রতি ম্যাচেই গতিময় আর দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়ে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে এসেছে ফ্রান্স।

ফরাসিদের সামনে এখন ইতিহাসের হাতছানি। ইতালি আর ব্রাজিলের পর তৃতীয় দল হিসেবে টানা দুই বিশ্বকাপ শিরোপা জেতার সামনে দাঁড়িয়ে ফরাসিরা। ১৯৩৪ আর ১৯৩৮ সালে টানা দুই বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিলো ইতালি। এরপর ১৯৫৮ আর ১৯৬২ সালে সেই কৃতিত্বের পুনারবৃত্তি ঘটায় পেলের ব্রাজিল। আবার ফ্রান্সের সামনে সুযোগ টানা দুই বিশ্বকাপ জয়ের সেই কৃতিত্বে নিজেদের নাম লেখানো।

আর্জেন্টাইনরা কি পারবে ৩৬ বছরের অপেক্ষার সমাপ্তি টানতে নাকি টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জিতে ইতালি আর ব্রাজিলের পাশে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাবে ফ্রান্স? এই প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে আজ লুসাইলের ঐতিহাসিক ফাইনালে।

বিশ্বকাপে মেসির জন্য কোন আবেগের জায়গা নেই : ডেম্বেলে

বিশ্বকাপের ফাইনালে লিওনেল মেসির জন্য কোন আবেগের জায়গা নেই বলে স্বীকার করেছেন ফরাসি তারকা ও মেসির এক সময়ের সতীর্থ ওসমানে ডেম্বেলে। কাতার বিশ্বকাপই হতে চলেছে ৩৫ বছর বয়সী মেসির ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ। একইসঙ্গে অধরা শিরোপাটা হাতে তোলারও

শেষ সুযোগ। ইতোমধ্যেই মেসি জানিয়ে দিয়েছেন বিশ্বকাপে তিনি আর খেলবেন না।

বার্সেলোনায় মেসির সতীর্থ হিসেবে চার বছর কাটানো ডেম্বেলে বলেছেন, ‘বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে বিশ্বকাপ জিততে পারলে সেটা আরো সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু আমরও এটা জিততে চাই। আমরা ফ্রান্স, দেশের জন্য আমরা সবসময় লড়াই করতে প্রস্তুত। লক্ষ্য পূরনের জন্যই আমরা এখানে এসেছি। এটা সত্যি যে এই একটি শিরোপা মেসির এখনো হাতে তোলা হয়নি। কিন্তু আমরাও দেশকে গর্বিত করার জন্যই মাঠে নামবো। আশা করছি ফ্রান্সই বিশ্বকাপ জিতবে।’

২৫ বছর বয়সী ডেম্বেলে কাতার বিশ্বকাপে ফ্রান্সের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। প্রতিটি ম্যাচেই তিনি মূল দলে খেলেছেন। শুধুমাত্র গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তিউনিসিয়ার কাছে ১-০ গোলের হারের ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিলো ডেম্বেলেকে। ওই ম্যাচের আগেই বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের নক-আউট নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো।

চার বছর আগে রাশিয়া বিশ্বকাপে চারটি ম্যাচ খেলেছিলেন ডেম্বেলে। কিন্তু নক-আউটে মাত্র দুই মিনিট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। লেস ব্লুজদের সেমিফাইনালে বেলজিয়াম ও ফাইনালে ক্রোয়েশিয়াকে হারানোর ম্যাচ গুলোতেও মাঠে নামা হয়নি ডেম্বেলের।

রাশিয়া বিশ্বকাপের চেয়ে এবারের ফরাসি দলটি অনেকটাই পরিবর্তিত। ইনজুরির কারণে ঐ আসরের গুরুত্বপূূর্ণ তিন খেলোয়াড় পল পগবা, এনগোলো কান্তে ও লুকাস হার্নান্দেজ কাতার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন। কিন্তু ডেম্বেলে বলেছেন চার বছর আগে শিরোপা জয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে এবারের ফ্রান্স দলের মানসিকতায় অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে।

ডেম্বেলে বলেন, ‘এখানে কিছুটা মিল আছে, তবে ২০১৮ সাল ছিল বিশেষ এক আসর। ঐ সময় দলে আরো বেশি উজ্জীবিত খেলোয়াড় ছিলেন। ১২ বছর পর আমরা ফাইনালে খেলেছিলাম। সে কারণেই এবারের সঙ্গে তার মিল খুব কমই। রাশিয়া বিশ্বকাপের থেকে আমাদের দল এখন আরো বেশি পরিণত। ফাইনালে জিততে আমরা সবকিছু করতে প্রস্তুত আছি।’

আরেকটি বিশ্বকাপ জয়ের দ্বারপ্রান্তে দ্যেশমের ফ্রান্স

বিশ্বকাপের বিগত সাত আসরের মধ্যে চতুর্থবারের মতো ফাইনালে উঠেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। এর মধ্য দিয়ে ফ্রান্স যেন আন্তর্জাতিক আসরে সাফল্য পেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আর এর কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন কোচ দিদিয়ের দেশ্যম। যিনি জন্মগতভাবেও একজন বিজয়ী খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে উদ্বুদ্ধকারী নেতা।

রোববার বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার মোকাবেলা করতে যাওয়া ফ্রান্সকে বর্তমানে দুর্দান্ত মনে হলেও দলটির বিশ্বকাপে আসা নিয়েই ছিল গুরুতর সন্দেহ। ইউরো ২০২০ আসরেও ব্যর্থ হয়েছিল ফ্রান্স। বিশ্বকাপে যোগ দেওয়ার আগে দেশ্যমকে লড়তে হয়েছে ইনজুরির সঙ্গে। যে কারণে ব্যালন ডি’অর খেতাব জয়ী করিম বেনজেমাকে প্রত্যাহার করতে হয় বিশ্বকাপের স্কোয়াড থেকে। তারপরও লেস ব্লুজদের সেরাটা বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম হন দেশ্যম। পরিকল্পনা করে তিনি আঁতোয়ান গ্রিজম্যানকে ফরোয়ার্ডের দায়িত্ব থেকে নিয়ে আসেন মধ্যমাঠে।

গ্রিজম্যান বলেন, ‘আমার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের জন্য আমি তার কাছে ঋণী। তার কারণে, এই জার্সির জন্য এবং ফ্রান্সের জন্য আমি সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। আমার প্রতিটি ম্যাচে, প্রতিটি অ্যাকশনে তিনি ধন্যবাদ দিয়েছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তার দেওয়া ৭ নম্বর জার্সিটিকে গর্বিত করার জন্য আমি সবকিছু করতে চাই।’

কিছু ভক্ত অবশ্য দেশ্যমকে পরিহাস করছে। কারণ তারা দলটির কাছ থেকে আরো আকর্ষণীয় খেলা আশা করেছিল। গ্রিজম্যান বলেন, ‘তিনি (দেশ্যম) খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন এবং জানেন আপনারা কি চান। সব সময় তিনি নির্দেশনা দিয়ে থাকেন এবং তাদের তা অনুসরণের উপদেশ দেন। ’

খেলোয়াড়দের কাছে দেশ্যম খুবই শ্রদ্ধাভাজন একজন ব্যক্তি। কারণ

তার জন্যই তারা নিজেদের ক্যারিয়ারে কিছু না কিছু অর্জন করেছে।

জয়ের জন্য দুই দিনে ৪৭১ রান প্রয়োজন বাংলাদেশের

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশকে ৫১৩ রানের টার্গেট দিয়েছে ভারত। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে ৪০৪ রানে অল আউট হয় ভারত। ৪০৪ রানের জবাবে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানে অল আউট হয়। তবে বাংলাদেশকে ফলোঅন না করিয়ে ২৫৪ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ভারত। পূজারা ও শিবমন গিলের সেঞ্চুরিতে ২ উইকেট হারিয়ে ২৫৮ রান সংগ্রহ করে ভারত। ফলে বাংলাদেশের টার্গেট দাঁড়ায় ৫১৩ রান। দিনের শেষ দিকে ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে ৪২ রান সংগ্রহ করে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করে বাংলাদেশ।

তৃতীয় দিনের শুরুতে ৮ উইকেটে ১৩৩ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশের দুই অপরাজিত ব্যাটার এবাদত হোসেন ও মেহেদী মিরাজ। মাত্র ১৭ রান যোগ করে আউট হন তারা। মিরাজ ৮২ বলে ২৫ ও এবাদত ৩৭ বলে ১৭ রান করে সাজঘরে ফিরে যান। ২৫৪ রানের লিড নিয়ে ব্যাট করতে নামে ভারত। লোকেশ রাহুল ও শিবমন গিল মিলে উদ্বোধনী জুটিতে তোলে ৭০ রান। ৬২ বলে ২৩ রান করে আউট হন রাহুল।

এরপর ক্রিজে আসেন পূজারা। গিল ও পূজারা মিলে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তোলেন ১১৩ রান। এর মাঝে নিজের সেঞ্চুরির দেখা পান শিবমন গিল। দলীয় ১৮৩ রানে ১৫২ বলে ১১০ করে আউট হন গিল। এরপর ক্রিজে আসেন বিরাট কোহলি। পূজারাকে সঙ্গে নিয়ে স্কোরবোর্ডে আরও ৭৫ রান যোগ করেন কোহলি। পূজারা দেখা পান নিজের শতকের। দলীয় ২৫৮ রানে ইনিংস ঘোষণা করে ভারত।

পূজারা ১৩০ বলে ১০২ ও কোহলি ২৯ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। সেইসঙ্গে বাংলাদেশের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৫১৩ রান। দিনের শেষ ১২ ওভারের জন্য ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ। তবে কোন উইকেট না হারিয়ে ৪২ রান সংগ্রহ করে তৃতীয় দিন শেষ করে বাংলাদেশ।

নাজমুল শান্ত ৪২ বলে ২৫ ও জাকির হোসেন ৩০ বলে ১৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। জয়ের জন্য বাংলাদেশর প্রয়োজন ৪৭১ রান। অন্যদিকে জয়ের জন্য ১০ উইকেট প্রয়োজন ভারতের। এখনও খেলা বাকী দুই দিনের।

ফাইনাল আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ মেসির

কাতার বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে পা রাখে টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট আর্জেন্টিনা। ৩৬ বছর ধরে বিশ্বকাপের শিরোপা খরা কাটাতে চায় আর্জেন্টিনা। ২০১৪ সালে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেললেও শিরোপা ছুঁয়ে দেখা হয়নি লিওনেল মেসির। তবে এবার মিস করতে চান না তিনি। আর সেইসঙ্গে ১৮ ডিসেম্বরের ফাইনালই বিশ্বকাপে তার শেষ ম্যাচ এমনটায় জানিয়েছেন মেসি।

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই মেসি জানিয়েছিলেন এটাই হয়তো তার শেষ বিশ্বকাপ। মেসির বয়স এখন ৩৫ বছর। পরবর্তী ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে মেসির বয়স হবে ৩৯ বছর। আর তাই বিশ্বকাপেই নিজের ইতি টানতে চান মেসি। সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে জয়ের পর মেসি বলেন, ‘ফাইনাল দিয়ে বিশ্বকাপ ক্যারিয়ার শেষ করতে পারবো ভেবে গর্ব লাগছে। নিশ্চিতভাবেই রোববার (বিশ্বকাপের ফাইনাল) হবে বিশ্বকাপে আমার শেষ ম্যাচ। পরের বিশ্বকাপ অনেক দূরের পথ। ততদিন পর্যন্ত সময় থাকবে বলে মনে হয় না। তাই সবচেয়ে ভালোভাবে শেষ করার আশা রাখি।’

শিরোপা জিততে নিজের সবটুকু নিংড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচটা খেলব, যেটা আমরা চেয়েছি। জানি না এটা আমার সেরা বিশ্বকাপ কি-না। আমরা এখানে (কাতারে) আসার পর থেকেই উপভোগ করছি। হার দিয়ে শুরু করলেও জানতাম এই দলটা কী করতে পারে। আর্জেন্টিনা আবারও বিশ্বকাপের ফাইনালে এবং ফাইনালে আমরা নিজেদের সর্বস্বই নিংড়ে দেব। জয়ের জন্য যা যা করা দরকার, তাই করব।’

মেহেরপুরে বিজয় দিবস উপলক্ষে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা

মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলা নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার বিকেলে গোভিপুর ব্রিজ সংলগ্ন ভৈরব নদে এই নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়।

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় ৫টি টিম অংশগ্রহণ করে। মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন, বারাদি ইউনিয়ন, আমদাহ ইউনিয়ন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন এবং কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে পিরোজপুর ইউনিয়ন, ২য় স্থান অধিকার করেছে বারাদি ইউনিয়ন, ৩য় স্থান অধিকার করেছে বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুকবুল হোসেন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ জামান, পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, বারাদি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, আমদাহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার হাজারো মানুষ নদের দুই তীরে অংশগ্রহণ করে।

দুই তারার লড়াইয়ে কে জিতবেন, কে হারবেন?

আজ রাতে কাতার বিশ্বকাপের প্রথম সেমি-ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে আর্জেন্টিনা ও ক্রোয়েশিয়া। দোহারে লুসাইল স্টেডিয়ামের এই মহারণে দলীয় লড়াইয়ের মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত লড়াইও থাকবে। সেই খণ্ডযুদ্ধগুলোর মধ্যে লিওনেল মেসি ও লুকা মডরিচের দ্বৈরথটাই হবে সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

মেসি-মডরিচ। দুজনেই নিজ নিজ দলের সবচেয়ে বড় তারকা। দুজনেই অধিনায়ক। ফুটবল মাঠে দুই মহারথীর ব্যক্তিগত দ্বৈরথটা জমজমাট। দুজনে কত বার যে মাঠে একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছেন! লুকা মডরিচ ২০১২ সালে যোগ দেন রিয়াল মাদ্রিদে। সেই থেকে ২০২১ সালে মেসি বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার আগ পর্যন্ত টানা ৯ বছর অসংখ্য ‘এল ক্লাসিকো’তে মুখোমুখি হয়েছেন দুজন।

মেসির বার্সেলোনা ও মডরিচের রিয়াল মাদ্রিদের সেই মর্যাদার এল ক্লাসিকোতে কখনো মেসিদের জয় হয়েছে, কখনো মডরিচরা হেসেছেন জয়ের হাসি। এমনকি মেসি বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে আসার পরও দুজনে মুখোমুখি হয়েছেন। গত মার্চেই যেমন উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছিল মেসির পিএসজি ও মডরিচের রিয়াল। তাতে প্রথম লেগে জিতেছিলেন মেসিরা। করিম বেনজেমা জাদুতে দ্বিতীয় লেগে জয় পান মডরিচরা। ২০২২ সালের ৯ মার্চের সেই ম্যাচই হয়ে আছে দুজনের সর্বশেষ সাক্ষাৎ।

ক্লাবের পাশাপাশি জাতীয় দলের জার্সি গায়েও দুজনে এ পর্যন্ত তিন বার মুখোমুখি হয়েছেন। তাতে মডরিচের ক্রোয়েশিয়া জিতেছে দুই বার, মেসিরা জয়ের হাসি হেসেছেন এক বার। জাতীয় দলের জার্সিতে আজকের চতুর্থ সাক্ষাতে কে জিতবেন? যিনিই জিতুন, তার আগে দুজনের মাঠের লড়াইয়ে আগুন ঝরবে। বিশ্বকাপে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের ভূমিকায় খেলা লুকা মডরিচের কাঁধেই আজ থাকবে মেসিকে রুখে দেওয়ার দায়িত্ব।

মানেটা সোজা, মেসির পা থেকে বল কেড়ে নেওয়ার কাজটা করবেন মডরিচ। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে এই কাজে অবিশ্বাস্য সফল হয়েছিলেন মডরিচ।

মাঠে মেসিকে ‘অকার্যকর’ রেখে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ক্রোয়েশিয়ার ৩-০ গোলের জয়ে। মডরিচ আজও যে সেরকম কিচুই করতে চাইবেন তা নিশ্চিতই। আর মেসি? তার স্মৃতি থেকে রাশিয়া আসরের সেই হার মুছে যাওয়ার কথা নয়। যদি আগে ভুলে গিয়ে থাকেনও, কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ঠিকই সেই ক্ষতের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। মেসি তাই যে করেই হোক, আজ সেই হারের প্রতিশোধ নিতে চাইবেন। কাতারে যেরুপ অগ্নিশর্মা হয়ে খেলছেন মেসি, নিজের সেই রূপটা ধরে রাখতে পারলে আজ শেষ হাসিটাও হয়তো হাসতে পারবেন তিনিই।

গুঞ্জনের মধ্যেই সানিয়াকে নিয়ে ভিডিও দিলেন শোয়েব মালিক

কিছু দিন আগে গুঞ্জন উঠেছিল- ভারতীয় টেনিসের পোস্টার গার্ল সানিয়া মির্জা ও পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের বিচ্ছেদ হচ্ছে। এমন তথ্যই প্রকাশ করেছিল ভারত ও পাকিস্তানের একাধিক গণমাধ্যম।

এ নিয়ে না মুখ খুললেও অনেকে বলছেন, কিছু আইনি জটিলতার কারণে সে খবর সামনে আনতে পারছেন না এ দম্পতি।

এ গুঞ্জনের মাঝেই আপাতত দুজনেই ব্যস্ত তাদের নতুন শো ‘মির্জা মালিক শো’ নিয়ে। রোববার এটির প্রোমোও শেয়ার করেছেন শোয়েব মালিক।

ট্রেলারে দেখা গেছে, মিউজিক্যাল সেলেব্রিটি টক শোতে অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছেন শোয়েব আর সানিয়া। অতিথি তালিকায় দেখা মিলল হুমায়ুন সাইদ, ফাহাদ মুস্তাফা, আদনান সিদ্দিকী এবং হোস্ট ওয়াসিম বাদামিদের।

ভিডিওর ক্যাপশনে শোয়েব লিখেছেন, ‘স্পটিফাই নিয়ে এল দ্য মির্জা মালিক শো। শিগগিরই আসছে।’

কে থাকছেন আর্জেন্টিনা- ক্রোয়েশিয়া সেমিফাইনালের রেফারি?

শেষের পথে ফুটবল বিশ্বকাপের ২২তম আসর। কাতারে ৩২ দলের অংশগ্রহণে শুরু হওয়া বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ২৮ টি দল। বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে পা রেখেছে ৪ টি দল। চলমান কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে রেফারিকে হয়েছে বেশ আলোচনা ও সমালোচনা।

পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ড আঙুল তুলেছে রেফারি বাড়তি সুবিধা দিয়েছে আর্জেন্টিনাকে। এছাড়া আর্জেন্টিনা ও নেদারল্যান্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের রেফারি অ্যান্তনিও মাতেউ লাহোজ ১৯ বার কার্ড দেখিয়ে ছিলেন আলোচনার শীর্ষে। আর তাই এখন সবার চোখ আর্জেন্টিনা ও ক্রোয়েশিয়া প্রথম সেমিফাইনালের রেফারি কে হবেন তার দিকে।

মঙ্গলবার (১৩ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১টায় লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা ও ক্রোয়েশিয়া। এই ম্যাচে মূল রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন ইতালির ড্যানিয়েল ওরসাতো। এছাড়া তার সহকারী হিসেবে থাকবেন আরেক ইতালিয়ান সিরো কারবোন। আর দ্বিতীয় সহকারী হিসেবে থাবেন আলেসান্দ্রো জিয়াল্লাতিনি ও ভিএআরের দায়িত্বে থাকবেন ম্যাসিমিলিয়ানো ইরাতি।

চলমান কাতার বিশ্বকাপে দুটি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন ড্যানিয়েল ওরসাতো। কাতার ও ইকুয়েডরের ম্যাচ দিয়ে পর্দা ওঠে এবারের বিশ্বকাপের। সেই ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ওরসাতো। এছাড়াও গ্রুপ পর্বের মেক্সিকো ও আর্জেন্টাইনদের ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন এই ইতালিয়ান।